শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি

1. শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি :-

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিষয় অনুশীলনের জন্য নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিভিত্তিক দুয়ে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম পদ্ধতি হল পরীক্ষণ পদ্ধতি, জেনেটিক পদ্ধতি, পরিসংখ্যান পদ্ধতি, সার্ভে পদ্ধতি ইত্যাদি। আর ব্যক্তিভিত্তিক পদ্ধতি গুলি হল – পর্যবেক্ষণ, কেসস্টাডি, তুলনামূলক পদ্ধতি।

২. শিক্ষামনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটি পৃথক বিষয় :-

আগে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের শাখা ছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যা নিজস্ব অনুশীলন পদ্ধতির দ্বারা বিশেষ সত্যের অনুসন্ধান করে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আসলে তিনটি শর্তের দ্বারা কোন জ্ঞানসমষ্টি পৃথক বিষয় হিসাবে দাবি করতে পারে –

(i) বিষয়টির পরিধি হবে যথেষ্ট বিস্তৃত,
(ii) বিষয়টার নিজস্ব সমস্যা থাকবে,
(iii) বিষয়টার নিজস্ব পদ্ধতি থাকবে,
(iv) শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এই ৩টি শর্ত পূরণে সক্ষম।

৩. শিক্ষা মনোবিজ্ঞান একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান :-

ব্যক্তি ও সমাজের সর্বদা মঙ্গল হবে এমন বিষয় নিয়েই শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এগিয়ে চলে, তাই তো এটি একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। ব্যক্তির সম্ভাবনার বিকাশের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির কল্যাণ করে, ব্যক্তির আচরণ সংশোধনের মাধ্যমে অপসংগতি ও অপরাধমূলক আচরণের কারণ অনুসন্ধান করে, এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করে। যা ব্যক্তি ও সমাজকল্যাণ দেশের উন্নতিতে সাহায্য করে।

৪. এটি একটি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান :-

মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব, নীতি, সূত্র ইত্যাদি শিক্ষাক্ষেত্রে

প্রয়োগ করে শিক্ষাব্যবস্থাকে কার্যকরী ও উন্নতি করা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কাজ। শিক্ষার্থীর শিখন-শিক্ষণে এগুলি প্রয়োগ করা হয় তাই এটি একটি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান। তবে শিক্ষামনোবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, জীববিদ্যা, পরিসংখ্যান বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা তথ্য ও তত্ত্বকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে।

5. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি গতিশীল বিষয় :-

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়গুলি স্থির নয়, গতিশীল। শিক্ষামনোবিজ্ঞানের ওপর প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার ফলে একদিকে যেমন নতুন নতুন তথ্য, তত্ত্ব, নীতি, সূত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং তার প্রয়োগ ঘটছে; অন্যদিকে পুরোনো তত্ত্ব, নীতিসূত্র ও চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটছে এই বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করছে।

6. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর গুরুত্ব আরোপকারী বিজ্ঞান :-

শিক্ষামনোবিজ্ঞান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেয়। কারণ ব্যক্তিপার্থক্য একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। তাই এই পার্থক্যের নীতিকে স্বীকার করে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তার বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করে।

7. শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন আচরণ বিশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পূর্বাভাস :-

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন আচরণ বিশ্লেষণ করে, নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার পূর্বাভাস দেয়। যার দ্বারা শিক্ষা পরিকল্পনা করা অনেক সহজ হয়।

8. সংকীর্ণ পরিধি :-

শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলিকে প্রয়োগ করে শিক্ষাদানে সহায়তা করা এবং শিক্ষাদান প্রসূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষামনোবিজ্ঞানের জন্ম অর্থাৎ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে শিক্ষামূলক আচরণের আলোচনাই প্রধান। মানব-মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনার সুযোগ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে নেই। এই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি মনোবিজ্ঞানের চেয়ে সংকীর্ণ।

৭. বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি :-

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল কীভাবে নতুন আচরণ সম্পাদন করা যায়, কীভাবে স্বল্প সময়ে দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষা প্রদান করা যায় ইত্যাদি। সুতরাং একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তার আলোচ্য বিষয়বস্তুর আলোচনা করে।

10. নিজস্ব পরীক্ষামূলক পদ্ধতি গবেষণা ও অনুশীলন ক্ষেত্র :-

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিদ্যা, মনোবিদ্যার জ্ঞান ছাড়াও শ্রেণিকক্ষে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। শিশুমন ও শিখন সংক্রান্ত নানান তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অর্থাৎ শিক্ষা-মনোবিদ্যার নিজস্ব পরীক্ষামূলক দিকও গড়ে উঠেছে।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিধি / বিষয়বস্তু

শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে শিক্ষককে শিখন ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য করতে শিক্ষার্থীর সকল রকমের আচরণই, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কর্ম পরিধির অন্তর্গত। নিম্নে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি আলোচনা করা হল —

1. সহজাত মানসিক সামর্থ্য :-

ব্যক্তি সহজাত ভাবে কিছু মানসিক সামর্থ্য নিয়ে পৃথিবীতে আসে। যেমন- সৃজনশীল, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, প্রবৃত্তি, কল্পনা, চিন্তন ইত্যাদি। শিক্ষাতে এই সামর্থ্যগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই এগুলি নিয়ন্ত্রণ, উন্নতিকরণ এবং শিক্ষাকে সার্থক প্রয়োগ করতে গেলে বিশদ জ্ঞান থাকা জরুরি। তাই মনোবিজ্ঞান এসম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছে।

২. জীবন বিকাশের ধারা :-

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দৈহিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক, সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির পুষ্টি, অনুশীলন এবং পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। এই বিকাশের যেমন একটি ধারা আছে তেমন অনুকূল পরিবেশ রচনার ধারাও আছে। আছে বিভিন্ন চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুস্থ বিকাশের লক্ষ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাব। এ সমস্তকিছুই মনোবিজ্ঞান নিখুঁত ভাবে আলোচনা করে।

3. ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য / ব্যক্তিগত পার্থক্য / বৈষম্য :-

ব্যক্তিগত বৈষম্য একটি স্বাভাবিক ঘটনা। যার কারণে সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা এক নয়। ব্যক্তিগত বৈষম্যকে ভিত্তি করে ব্যক্তির বিকাশ ঘটানো গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য। তাই ব্যক্তিগত পার্থক্য কী, কেন হয়, কীভাবে হয়, এর ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা পরিকল্পনা কীভাবে রচিত হবে এসব শিক্ষামনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এগুলির ওপর ভিত্তি করেই পাঠক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন, বৃত্তি নির্ধারণ করা হয়।

4. ব্যক্তিসত্তার বিকাশ :-

ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণগুলির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিষয়বস্তুর শ্রেণিবিন্যাস করা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের একটি প্রধান কাজ।

5. বংশধারা ও পরিবেশ :-

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আর একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় হল বংশগতি ও পরিবেশ। শিশুর ওপর এই বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব কতটা তা নিয়েও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে।

6. শিখন প্রক্রিয়া :-

শিখনের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি জীবন বিকাশের পথে এগিয়ে যায়। শিখন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, নিয়মাবলি, শিখনে প্রেরণার ভূমিকা, প্রাণী কোন পদ্ধতিতে শেখে, বিভিন্ন প্রকার শিখন, যেমন- তথ্য শিখন, দক্ষতা শিখন, সমস্যা সমাধান শিখন, শিখনের নানা উপাদান, তত্ত্ব ইত্যাদি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

7. শিখনের ভিত্তি :-

শিখনের ভিত্তি দুটি হলো বিজ্ঞান- জ্ঞানমূলক এবং অনুভূতিমূলক। জ্ঞানমূলক ভিত্তির অন্তর্গত হল- বুদ্ধি, স্মৃতি ও মনোযোগ। অনুভূতিমূলক ভিত্তির অন্তর্গত হল প্রেরণা, মনোভাব, আগ্রহ। অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা স্মৃতিতে সঞ্চিত হয় এবং যা আমরা প্রয়োজনে স্মরণ করে প্রয়োগ করি।

সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধনই করাই হল শিখন। তাই শিক্ষককে জানতে হবে কীভাবে শেখা বিষয় স্মৃতিতে সঞ্চিত হয় এবং এর বিলোপসাধনে পূর্বের বিষয় কীভাবে ভুলে যাই।

8. শিক্ষা প্রযুক্তি :-

শিক্ষা প্রযুক্তি কাকে বলে, কী ধরনের প্রযুক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকরী, কীভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো যায়- এসবই বর্তমানে শিক্ষা মনোবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

৯. শ্রেণি- ব্যবস্থাপনা :-

শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অন্যতম। এক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কে সহযোগ থাকতে হয়। শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বর্তমানে শিক্ষা-মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকরী করে তুলতে শ্রেণিকক্ষে ঘটা বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

10. পরীক্ষা- ও মূল্যায়ন :-

শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল, প্রত্যাশিত আচরণের কতটা পরিবর্তন হয়েছে, যদি না হয় তার কারণ কী, কীভাবে তা সংশোধন করা যায় এ সবই শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

অন্যদিকে মূল্যায়ন কেবল জ্ঞানার্জনে সীমাবদ্ধ নয়, ব্যক্তির সার্বিক মূল্যায়ন যা আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের ~~ছাত্রেশি~~ তার আলোচনা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

11. পরিসংখ্যান / রাশিবিজ্ঞান :-

বর্তমানে বিজ্ঞান সবক্ষেত্রে বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানের সবক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হচ্ছে। রাশি বিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সার্বিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়না। তাছাড়া শিক্ষামনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফলকেও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বিচার করা হচ্ছে। তাই শিক্ষকের এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরি। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন তৈরি, নম্বর দান ও তাৎপর্য নির্ণয়ে রাশিবিজ্ঞানের ব্যবহার শিক্ষা মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

12. মানসিক- স্বাস্থ্য :-

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষে মানসিক সুস্থতা প্রয়োজন। তা না হলে শিখন প্রক্রিয়া সার্বিক ভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

মানসিক স্বাস্থ্য কী, মানসিক সু-স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি কী, কীভাবে সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়, শ্রেণিকক্ষে বা বাইরে অপসংগতি কীভাবে হয়, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ করতে বিদ্যালয়

কি ধরনের কর্মসূচি নেবে। এ সমস্ত কিছু শিক্ষা মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

13. অভিযোজন প্রক্রিয়া :-

শিক্ষার বিশেষ একটি লক্ষ্য হল সার্থক ভাবে অভিযোজন করা। অভিযোজন কাকে বলে, কীভাবে সার্থক অভিযোজন সম্ভব, এর অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ কী, এই অনুকূল পরিবেশের গঠন ও প্রতিকূল পরিবেশের প্রতিরোধ করা শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

14. শিক্ষা নির্দেশনা ও পরামর্শদান :-

আধুনিক শিক্ষা চিন্তার ফলই হল শিক্ষা নির্দেশনা। কীভাবে শিক্ষার্থী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা যায়, এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করা, শিক্ষা সংক্রান্ত নানা তথ্য পরিবেশন করা, শিক্ষা সমস্যা-সমাধানে সাহায্য করা, শিক্ষার্থীর বৃত্তি বিকাশে সাহায্য করা, বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা, এক্ষেত্রে শিক্ষক কী করবেন, কীভাবে তার বিস্তার সম্ভব এসবই শিক্ষাও বৃত্তি-নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত।

15. প্রতিভাসম্পন্ন ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা :-

ব্যতিক্রমী অর্থাৎ প্রতিভাসম্পন্ন, পিছিয়ে পড়া এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ শিক্ষাদানের প্রয়োজন হয়। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এই সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনা করে। যেমন - এদেরকে চেনার উপায়, তাদের মনস্তত্ত্ব কী হবে, কী ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের জন্য উপযুক্ত, কেমনভাবে তাদেরকে শিক্ষাদান করা হবে, তাদেরকে কীভাবে স্বাবলম্বী করা যাবে প্রভৃতি। মনোবিদ্যার এই চিন্তাভাবনাগুলি গণতান্ত্রিক এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা রাখে।

16. শিক্ষা মনোবিদ্যার গবেষণা :-

শিক্ষা মনোবিদ্যার ওপর বর্তমানে বহু গবেষণা হচ্ছে। ঐ গবেষণালব্ধ ফল শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে, শিক্ষা-মনোবিদ্যার ওপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও তার ফল শিক্ষা-মনোবিদ্যায় আলোচনা হয়।

শিক্ষা - মনোবিদ্যার গুরুত্ব

১। শিশুর প্রকৃতি ও শিক্ষা মনোবিদ্যা :-

শিশুকে না জানলে সঠিক শিক্ষাদান সম্ভব নয়। শিক্ষাবিদ অ্যাডামস বলেছেন - 'Teacher teaches John Latin'. অর্থাৎ শিক্ষক জনকে ল্যাটিন শিক্ষা দেন। এখানে জন ও ল্যাটিন হচ্ছে বিষয়, বাক্যটির তাৎপর্য হল - শিক্ষকের ল্যাটিন অর্থাৎ বিষয়জ্ঞান যেমন প্রয়োজন তেমন জনের প্রকৃতি সম্পর্কে জানাও প্রয়োজন। অর্থাৎ জনের মানসিক সংগঠন (আগ্রহ, মনোযোগ, বুদ্ধি) সম্পর্কে শিক্ষকের পরিষ্কার ধারণা গঠন। রুশো বলেছেন — "A child is a book which the teacher is to learn from page to page".

২। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও মনোবিদ্যা :-

গতানুগতিক শিক্ষা ছিল শিক্ষক কেন্দ্রিক, শিশু ছিল নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। শিশু শিক্ষার জনক রুশোর মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা নিল শিশু। পেস্তালৎসি বলেছেন - "I wish to Psycholodise education". শিশু যাতে স্বাধীনভাবে তার চাহিদা ও আগ্রহ অনুসারে শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিদ্যা একান্ত প্রয়োজন।

৩। প্রাথমিক যোগান ও শিক্ষা-মনোবিদ্যা :-

শিক্ষার্থীর মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত আচরণগত পরিবর্তন আনা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণে প্রাথমিক যোগান হল শিক্ষা-মনোবিদ্যা। শিশুর মানসিক ক্ষমতা, সামর্থ্য, প্রবণতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে গেলে শিক্ষা-মনোবিদ্যার প্রয়োজন।

৪। আচরণের পরিবর্তন :-

শিক্ষা-মনোবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল শিশুর আচরণের পরিবর্তন। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল পরিবেশের যোগ্য আচরণ করতে শেখায় শিক্ষা-মনোবিদ্যা।

৫। শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষা-মনোবিদ্যা :-

উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি ছাড়া শিখন সফল হতে পারে না। সঠিক ভাবে শিখন পদ্ধতি নির্বাচিত হলে শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিষয়বস্তুর সঠিক সংযোগ ঘটবে, জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। শিখন পদ্ধতিকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করতে শিক্ষা মনোবিদ্যা অতুলনীয়।

৬। বিষয়বস্তু নির্বাচন :-

শিক্ষার্থীর জন্য যে সকল বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয় তা শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের অনুকূলে যাচ্ছে কিনা তা দেখা দরকার, সকলে একই ক্ষমতা সম্পন্ন হয় না। প্রত্যেকে নিজস্ব সত্তায় বিদ্যমান। তাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে, এক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিদ্যাই সাহায্য করবে।

৭। শিক্ষার্থীর সঠিক মূল্যায়ন :-

শিক্ষক মহাশয় যাতে নিজের কাজ গুছিয়ে করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়ার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন তার উপযুক্ত ব্যবস্থা শিক্ষা-মনোবিদ্যা করে রেখেছে।

৮। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন :-

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে কোন সমস্যা সমাধানে এবং তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে শিক্ষা-মনোবিদ্যা সাহায্য করে।

৯। মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান :-

মানসিক স্বাস্থ্য কীভাবে ভালো রাখা যায়, এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য শিক্ষা মনোবিদ্যায় আলোচিত হয়। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর সু-স্বাস্থ্যের ওপর।

১০। বিদ্যালয় পরিবেশ ও পরিচালনা :-

বিদ্যালয় পরিবেশ শিশু শিক্ষার জন্য কেমন হওয়া উচিত এবং কীভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীর কাছে সঠিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া যাবে, এসব ক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিদ্যা তার অমূল্য সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করে তুলে।

১১। শিক্ষার্থীকে নির্দেশনাদান ঃ—

শিক্ষার্থী যাতে ভবিষ্যতে বৈমুক্ত শিক্ষার দ্বারা সহজে সকল পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে ও সার্থক বৃত্তি নির্বাচন করে জীবনে সফলকাম হতে পারে সে বিষয়ে জ্ঞানদান করে মনোবিদ্যা। তাই তো শিক্ষককে পথ প্রদর্শক হতে হয়।